দৈনিক ইনকিলাব

024

তারিখ 05 APR 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

# আশেপাশে - প্রতিদিন

## পঙ্গু রনজিৎ এবার পরীক্ষা দিয়েছে

॥ অলি হাওলাদার ॥

তরুণ রনজিতের কথা। ১৬ বছরে এই ছেলেটি এবার পাবনার ইশ্বরদী এস, এম, হাই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তার বুক ভরা আশা, লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। কিন্তু সবার সব আশা কি পূরণ হয়? কারো কারো আশা আশাতীত হয়েও পূরণ হয়, আবার অনেকের অল্প আশারও অনেকখানি অপূর্ণ রয়ে যায়। এইতো নিয়ম তবুও আশা দুরাশার জয় পরাজয়ের সুখ, গ্লানি নিয়ে মানুষের সমাজে বসবাস। আমাদের আশপাশে যত সুখী লোক দেখি, তারা সবাই যে শুধু ভাগ্যতাড়িত একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কারণ ভাগ্য বদলের পেছনে থাকে একনিষ্ঠ শ্রম ও সদিচ্ছা। আবার জীবন সংগ্রামে যারা পরাজিত, কীটদুষ্ট কলির ন্যায় তাদের ভবিষ্যত অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। একথা সকলের জানা আছে, শত চেষ্টা ও সদিচ্ছা বিফল হতে পারে। কোন অপরাধ নেই ভুল নেই, কিন্তু নিষ্পাপ জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তারই পাশাপাশি সমাজবাসী সকলের কাছে আজীবন থেকে যেতে হয় চরম অবহেলা ও উপেক্ষার পাত্র হয়ে।

আমরা এর সত্যতা তরুণ রনজিতের জীবন থেকেই যাচাই করতে পারবো। ইশ্বরদীর স্কুলপাড়ার অধিবাসী রমেন্দ্র নাথ দত্তের এই ছেলেটির বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা এক সময় কম ছিল না। খেলার আসরে, শিক্ষাঙ্গনে কিংবা বিকেলের রাস্তায় তার সাথী ছিল। গত ৮৩ সালের কালি পূজায় জাকজমকপূর্ণ পূজা মন্ডপেও তাকে ঘিরে থাকা সমবয়সীরা সংখ্যায় কম ছিল না। আতশবাজী আর উল্লাসিত মন্ডপ চত্বরে কৌটায় রক্ষিত বারুদের অসাবধানতাবশতঃ আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটলো। এর খেসারত দিল রনজিৎ। সেদিনের কিশোর রনজিতের দু'টি হাত উড়ে যায়। চিকিৎসার জন্য ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে আনা হয়েছিল। কিন্তু রনজিতের ভাগ্য ফেরেনি। অগত্যা কনুই বরাবর কেটে বাদ দিয়ে প্রাণে বাঁচাতে হয়েছে। সে এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

এরপর আশাবাদী রনজিৎ স্কুল বিমুখ হয়নি। পঙ্গু হাতে সে কলম ও সাইকেল চালাবার কৌশল রপ্ত করেছে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তার অনেক আশা, লেখাপড়া শিখে সম্মানজনক পেশায় জীবিকা নির্বাহ করবে। গরীব মা-বাবার মুখে হাসি ফুটাবে। সেদিন তার কোন দুঃখ থাকবে না। স্কুলপাড়ার সেই প্রাণপন্থ ছেলেটি আজ যে অনেকখানি একাকীত্বের শিকার একথা বললে মিথ্যা বলা হবে না। এই সমাজেরই একজন রনজিৎ। সে অনেকের ভাই— অনেকের থেকে স্নেহের দাবীদার